ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা:
সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

৯ আগস্ট ২০১৫

বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

এম হাফিজউদ্দিন খান
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা
ফাতেমা আফরোজ, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
জুলিয়েট রোজেটি, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

তথ্য সংগ্রহ
মো: শরীফুল ইসলাম সরকার, গবেষণা সহকারী, *রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
গবেষণার ধরণাপত্র প্রণয়ন, প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের সকল সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৯৫১
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করে চলছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা টিআইবির কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

জাতীয় সততা ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর মধ্যে জাতীয় সংসদ অন্যতম। আইনসভার গতিশীলতা ও সফলতার জন্য সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা সক্রিয় ও কার্যকর হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান সরকার প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে কার্যকর সংসদীয় কমিটির কথা বলা হয়েছে। নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি সংসদীয় কার্যক্রমের ওপর জনগণের আস্থা অর্জনে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে কার্যকর করার বিকল্প নেই। বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তনের পর থেকে কমিটি ব্যবস্থার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলেও তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হয়নি। বিশেষ করে নবম ও দশম জাতীয় সংসদে কমিটি ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হলেও সার্বিকভাবে এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অগ্রগতি লক্ষ করা যায় না। কমিটি গঠন ও সভা অনুষ্ঠানে বিধি লঙ্ঘন এবং সদস্যদের স্বার্থের সংঘাত সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিভিন্ন সময়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

জাতীয় সংসদ তার মৌলিক দায়িত্ব পালনে কতটুকু সক্ষম হচ্ছে তার ওপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণমূলক তথ্য জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে টিআইবি অষ্টম জাতীয় সংসদের শুরু থেকে পার্লামেন্টওয়াচ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় সংসদীয় কমিটির কার্যকরতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরার লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

টিআইবি'র গবেষক ফাতেমা আফরোজ ও জুলিয়েট রোজেটি এই গবেষণাটি পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন। এছাড়া গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালকসহ অন্যান্য সহকর্মী তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে প্রতিবেদনটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

গবেষণা সম্পাদনে টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য এম. হাফিজউদ্দিন খান, উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা আশা করি, এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে যেকোনো পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ*

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় একক (প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি) ও সামষ্টিক (সংসদীয় কমিটি) এই দুই ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। একক ব্যবস্থার তুলনায় সামষ্টিক ব্যবস্থায় অধিক গভীরে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। যে দেশের কমিটি ব্যবস্থা যত বেশি সক্রিয় সে দেশের আইনসভা তত বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর। নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি কমিটি সংসদীয় কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে। বাংলাদেশে নবম ও দশম জাতীয় সংসদে কমিটি গঠন, সভা অনুষ্ঠান ও বিরোধী দলের উপস্থিতি - এই কয়েকটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ করা গেলেও কমিটির কার্যকর ভূমিকার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায় নি। কমিটির গঠন, মেয়াদ, উপস্থিতি, বৈঠক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধি থাকলেও বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে আইনসভার কার্যক্রম নিয়ে ধারাবাহিক গবেষণার অংশ হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এই গবেষণা সম্পন্ন করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার উদ্দেশ্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যকরতা পর্যালোচনা করা এবং অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গঠন ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা;
- কমিটির কার্যকরতার চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা; এবং
- গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

১.৩ গবেষণার আওতা

উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে কমিটি সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা, কমিটি গঠন, কমিটিতে সভাপতি ও সদস্যদের উপস্থিতি ও ভূমিকা, কমিটির সভা ও সিদ্ধান্তসমূহ, সিদ্ধান্তের প্রকৃতি এবং বাস্তবায়ন, কমিটির প্রতিবেদন, কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, কমিটির কার্যকরতা এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ গবেষণায় নবম সংসদের পুরো সময় (২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত) এবং দশম সংসদের ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সময় অন্তর্ভুক্ত।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা; গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় নবম সংসদের ৫১টি এবং দশম সংসদের ৫০টি কমিটির ওপর এবং বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য কেস হিসেবে ১১টি কমিটির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটির সদস্য ও সভাপতি, সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত কমিটির প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ, সংবাদপত্র, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের নথিপত্র ইত্যাদি। ২০১৩ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং ২০১৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২. সংসদীয় কমিটি পরিচালনার আইনগত ভিত্তি: কার্য পরিধি, ক্ষমতা ও এখতিয়ার

বাংলাদেশের সংবিধান[১] ও কার্যপ্রণালী বিধি[২] অনুযায়ী সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাজ হচ্ছে খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যলোচনা এবং অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা, কমিটি যথোপযুক্ত মনে করলে এর আওতাধীন যেকোনো বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ করা, এবং সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

---

* ২০১৫ সালের ৯ আগস্ট ঢাকায় টিআইবি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

[১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬(২)।

সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নিজস্ব কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে। কমিটি সুপারিশ করতে পারবে; কিন্তু তা বাস্তবায়িত না হলে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার এখতিয়ার নেই। এছাড়া কমিটি যে কোনো নথি চেয়ে পাঠানো বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করতে পারে। এক্ষেত্রেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সংসদ আইনের দ্বারা কমিটিতে সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ের অধীন করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করার ক্ষমতা দিতে পারে, এমন বিধান করার বিষয়ে সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ ধরনের আইন এখনো প্রণীত হয় নি।

৩. সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা বিশ্লেষণ

৩.১.১ কমিটি গঠন ও দলীয় প্রতিনিধিত্ব

নবম ও দশম উভয় সংসদেই প্রথম অধিবেশনে সবগুলো কমিটি গঠিত হয়। সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে সরকার দলীয় হুইপ কমিটির সভাপতি ও সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন যা অধিবেশনে কণ্ঠভোটে পাস হয়।[৩] পদাধিকার বলে মন্ত্রী কমিটির সদস্য। দেখা যায়, কমিটির সদস্য নির্বাচনের সময় তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা দেখা হয় না। কমিটির সভাপতি ও সদস্য নির্বাচন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরকারি দল এবং দলীয় প্রধানের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিরোধী দলের সদস্যরা কমিটিতে প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। সভাপতি নিয়োগে সংসদে দল অনুযায়ী আনুপাতিক হারের প্রতিফলন দেখা যায় নি, যেমন, নবম ও দশম সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব ছিল যথাক্রমে ১৩% ও ১৭%; কমিটিতে সদস্য হিসেবে তা ছিল যথাক্রমে ১১% ও ১৭% এবং সভাপতি হিসেবে যথাক্রমে ৪% ও ২%, যদিও কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। নবম সংসদে কমিটি গঠিত হওয়ার পর ১১টি কমিটি মোট ৩১ বার এবং দশম সংসদে তিনটি কমিটি মোট তিনবার পুনর্গঠিত হয়। তবে কমিটি পুনর্গঠনের কারণ কোনো ক্ষেত্রেই প্রকাশ করা হয় নি।

৩.১.২ কমিটিতে স্বার্থের সংঘাত

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী ব্যক্তিগত, আর্থিক ও প্রত্যক্ষ স্বার্থ কমিটিতে বিবেচিত হতে পারে এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে এমন কোনো সদস্য কমিটির সদস্য হতে পারবে না।[৪] এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯-এ সংসদ সদস্য প্রার্থীদের পেশা ও আয়ের উৎস সহ কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তিগত বা যৌথ সংশ্লিষ্টতার তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক[৫] করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, হলফনামার তথ্য অনুযায়ী কমিটির নবম সংসদের ৫১টি কমিটির মধ্যে ছয়টি কমিটি এবং দশম সংসদের ৫০টি কমিটির মধ্যে পাঁচটি কমিটিতে সদস্যের কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা ছিল। কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নবম সংসদের ১১টি কমিটির ৩৮ জন সদস্য সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী নয়টি কমিটিতে ১৯ জন সদস্যের সংশ্লিষ্ট ব্যবসা ছিল।[৬] কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক স্বার্থের অনুকূলে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদাধিকার বলে সদস্য হওয়ার কারণে এবং কোনো কোনো কমিটিতে পূর্বতন মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতি হওয়ায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে।

৩.২ কমিটির সভা অনুষ্ঠান

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটির মাসে অন্তত একটি বৈঠক করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও নবম সংসদে ৫১টি কমিটির মধ্যে ১৩টি কমিটি এবং দশম সংসদে ৫০টি কমিটির মধ্যে তিনটি কমিটি বিধি অনুযায়ী সভা করে। উল্লেখ্য, পিটিশন কমিটি, বিশেষ অধিকার ও কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নবম ও দশম সংসদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ের মধ্যে কোনো সভাই করে নি।

৩.৩ সভায় অংশগ্রহণ

কমিটি সভায় কোরাম সংকট দেখা যায়নি। কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ১১টি কমিটির মধ্যে নবম সংসদে নয়টি এবং দশম সংসদে দুইটি কমিটির উপস্থিতির তথ্য পাওয়া যায়। নবম সংসদে গড় উপস্থিতি ছিল ৬৪% এবং দশম সংসদে গড় উপস্থিতি ৬২%। তবে সভাপতির বিলম্ব উপস্থিতি এবং তার অনুপস্থিতির প্রেক্ষিতে সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কমিটি সভায় সরকারি দলের সদস্যদের গড় উপস্থিতি নবম সংসদে ছিল ৬০% ও দশম সংসদে ৫৮%; অন্যদিকে বিরোধী দলের সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল

---

[২] *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ২৪৮।

[৩] কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী সংসদ আগে থেকে সভাপতি মনোনীত না করে থাকলে কমিটির সদস্যগণ তাদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করবেন। তথ্যসূত্র: *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ১৯১ (১) (২)।

[৪] *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ১৮৮ (২)।

[৫] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন* ২০০৯, ধারা ১২।

[৬] এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সর্বোচ্চ চার জন করে এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে দুই জন সদস্য রয়েছেন যাদের কমিটির কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যবসা ছিল।

নবম সংসদে ৩১%, দশম সংসদে ৪৭%। নবম সংসদে নয়টি কমিটিতে এমন সদস্য ছিলেন যারা পর পর দুটি বা তার বেশি সভায় অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। উল্লেখ্য কমিটির অনুমতি ছাড়া কোনো সদস্য পর পর দুই বা ততোধিক বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে কমিটি থেকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব আনার বিধান রয়েছে।[৭] তবে এক্ষেত্রে পদচ্যুত করার বাধ্যবাধকতা নেই। নবম সংসদে নয়টি কমিটির মধ্যে সর্বোচ্চ সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১০ জন সদস্য পর পর দুটি বা তার বেশি সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। দশম সংসদে দুইটি কমিটিতে তিনজন করে সদস্য দুই বা ততোধিক সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, অনুপস্থিত থাকার অনুমতি নেওয়ার প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক নয়।

৩.৪ আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে কমিটির সম্পৃক্ততা

সংসদে উত্থাপিত খসড়া বিলের যাচাই-বাছাই করার দায়িত্ব স্থায়ী কমিটির থাকলেও নবম ও দশম সংসদে কোনো বিলের জনমত যাচাই-বাছাই করা হয় নি।[৮] কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ১১টি কমিটির সুপারিশক্রমে ৭৩টি বিল পাস হয়েছে, যার মধ্যে ৬৯টি বিলে সংসদ সদস্যরা জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব দেন। ৩৭টি বিলের ক্ষেত্রে জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব অধিবেশনেই কণ্ঠভোটে নাকচ হয় এবং ৩২টি বিলের ক্ষেত্রে সদস্য অনুপস্থিত থাকায় প্রস্তাব সংসদের অধিবেশনে উত্থাপিত হয় নি। একদিকে জনমত যাচাই-বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত সংসদের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল, আর অন্যদিকে কমিটির পক্ষ থেকেও উদ্যোগ নেওয়া হয় না। অনেক ক্ষেত্রে বিধিতে নিষেধাজ্ঞা থাকায় কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কার্যপ্রণালী বিধিতে[৯] নিষেধাজ্ঞা থাকায় বাজেট কমিটিতে পাঠানো হয় না। উল্লেখ্য, কমিটির 'সুপারিশে' খসড়া বিলের গুণগত মান বাড়ানোর জন্য মতামত লক্ষ করা যায় না; সুপারিশ হিসেবে যা দেওয়া হয় তা মূলত ভাষাগত সম্পাদনামূলক মতামত।

৩.৫ কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে এক্ষেত্রে সাধারণত সভাপতি এবং অধিকাংশ সদস্য সরকারি দলের হওয়ায় তাদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তারা সংসদ নেতা বা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়ার সময়সীমা নির্ধারিত নেই। বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা না থাকা, বাজেট ঘাটতি, মন্ত্রী-সভাপতি অন্তর্দ্বন্দ্ব, সভাপতির ব্যক্তিত্ব, দলীয় সিদ্ধান্তের প্রভাব, কমিটির কার্যক্রমকে গুরুত্ব না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নির্ভরশীল।

কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ১১টি কমিটি নবম সংসদে মোট ১,৮৯১টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৩৯%) বাস্তবায়িত হয় না। তবে কমিটির সিদ্ধান্তের যার মধ্যে ৪১% বাস্তবায়িত হয় এবং ২০% সিদ্ধান্ত নবম সংসদ শেষ হওয়া পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন ছিল। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয় না। উল্লেখ্য, অনেক সিদ্ধান্ত সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাস্তবায়িত হয় না। আবার দেখা যায় আলোচনার বিষয়বস্তু পরবর্তী সভায় স্থানান্তর, পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ইত্যাদি বিষয়কে কমিটির সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তবে সিদ্ধান্তের ধরনভেদে বাস্তবায়নের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, নবম সংসদের গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তগুলোকে (৩৫৭টি) ধরনভেদে আটটি ভাগে ভাগ করে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রমের অগ্রগতি/ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চ সংখ্যক (১৭৫টি) হলেও বাস্তবায়নের হার কম (২৩%)। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষকে আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সংখ্যক (৫টি) সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এক্ষেত্রে বাস্তবায়নের হার সর্বোচ্চ (১০০%)। আবার বিভাগের কার্যক্রমের অগ্রগতি/ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ছিল সর্বোচ্চ (৩৪%)।

দুর্নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত: কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে দুর্নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত তুলনামূলকভাবে কম। নবম সংসদে ১১টি কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কেবল ৪% ছিল দুর্নীতি সম্পর্কিত। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায়। দেখা যায়, দুর্নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ৫০% পূর্ববর্তী সরকারের সময়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত। জবাবদিহিতার পরিবর্তে দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিকে রক্ষায় কমিটি কাজ করে এমন দৃষ্টান্ত যেমন রয়েছে, আবার কমিটির তদন্তে দুর্নীতি প্রমাণিত হলেও তার ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে।

---

[৭] *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ১৯৩।
[৮] *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ২২০।
[৯] *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ১১১ (৩)।

৩.৬ কমিটির তলব ও সাক্ষ্য গ্রহণ

কমিটি যেকোনো নথি চেয়ে পাঠানোর কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করার ক্ষমতা রাখে।[১০] কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে নথি আহ্বান এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানো হয়; তবে এ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না। এক্ষেত্রে তলবকৃত ব্যক্তি উপস্থিত না হলে তাকে বাধ্য করার এখতিয়ার কমিটির নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অসহযোগিতা বা অগ্রাহ্য করার কারণে তা ফলপ্রসূ হয় না। উল্লেখ্য, তলবকৃত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামুলক করার ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের বিষয়ে সংবিধানে উল্লেখ থাকলেও তা প্রণয়ন করা হয়নি। এছাড়া সরকারের সমসাময়িক কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করার প্রবণতা কম লক্ষ করা যায়।

৩.৭ কমিটির কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা

কমিটি সংসদীয় কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করে। বিধি অনুযায়ী কমিটি গণশুনানি, অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ, পরিদর্শন, মতবিনিময় সভা ইত্যাদির মাধ্যমে কমিটি সংসদীয় বিভিন্ন বিষয়ের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করে, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। উদাহরণস্বরূপ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় বিভিন্ন অংশীজনের সাথে সাতটি মতবিনিময় সভার এবং চারটি পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত থাকলেও যথাক্রমে তিনটি ও একটি সম্পন্ন হয়। কমিটির জনগণের সম্পৃক্ততা বিষয়ক কার্যক্রম বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। যেমন, গণশুনানির ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যে অপূর্ণতা রয়েছে। জনসম্পৃক্ততা বিষয়ক কার্যক্রমের কোনো পরিকল্পনা করা হয় না; কমিটির বাজেটেও এ খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ রাখা হয় না। গণশুনানিগুলো উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩.৮ নারী সদস্যের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা

সংসদীয় কমিটিতে নারী সদস্যের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে প্রথমবার দশম সংসদে ইতিবাচক অবস্থান লক্ষ করা যায়। নবম সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল ২০%, আর কমিটিতে এটি ছিল ১০%। দশম সংসদে প্রতিধিত্বের অনুপাতে (২০%) কমিটিতে সদস্যপদ দেওয়া হয়। তবে সভাপতির ক্ষেত্রে নবম ও দশম উভয় সংসদেই প্রতিনিধিত্বের অনুপাত অনুসরণ করা হয় নি। সভাপতির ক্ষেত্রে নবম সংসদে ছয়টি কমিটিতে চারজন ও দশম সংসদে আটটি কমিটিতে পাঁচজন নারী সভাপতি রয়েছে। উল্লেখ্য এর চারটিতেই সংসদের স্পিকার হিসেবে পদাধিকারবলে নারী সভাপতি মনোনীত হন। কমিটি সভায় নারী সদস্যের সংখ্যার ক্ষেত্রে পুর্বের তুলনায় ইতিবাচক অবস্থান লক্ষ করা গেলেও নারীদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবস্থান দেখা যায় না। যে নয়টি কমিটির উপস্থিতির তথ্য পাওয়া গেছে তার মধ্যে পাঁচটি কমিটিতেই পুরুষ সদস্যদের তুলনায় নারী সদস্যের উপস্থিতি কম। কমিটির নারী সভাপতির ক্ষেত্রেও বিলম্ব উপস্থিতি এবং সে কারণে সদস্যদের মধ্যে অসন্তুষ্টির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া কমিটির সদস্য হিসেবে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে।

৩.৯ সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তা

কমিটির কাজ নির্বাহ করার জন্য সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তার ক্ষেত্রে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। সংসদ সচিবালয়ের সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না। আলোচ্যসূচি নির্ধারণে কমিটির সদস্য এবং কর্মকর্তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত না করার অভিযোগ রয়েছে। একদিকে তাদের পদোন্নতির সুযোগ কম, অন্যদিকে ডেপুটেশনে কর্মরত জনবলের সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের অভাব রয়েছে। কমিটির সভাপতি এবং সদস্যদের পক্ষ থেকেও কমিটির কর্মকর্তাদেরকে যথোপযুক্ত দিক-নির্দেশনা দেওয়ায় ঘাটতি রয়েছে। সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতিমূলক প্রতিবেদন তৈরি হয় না। আবার বিষয় সংশ্লিষ্ট গবেষণা করে কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের ঘাটতিও লক্ষণীয়।

৩.১০ তথ্যের উন্মুক্ততা

কমিটির কার্যক্রমের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। সকল কমিটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে না, আর যেসব কমিটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাও নিয়মিত নয়। এক্ষেত্রে কার্যপ্রণালী বিধিতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কমিটিভেদে প্রতিবেদনের কাঠামোর ভিন্নতা রয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের ঘাটতি দেখা যায়। সদস্যদের উপস্থিতি, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি, তলব ও সাক্ষ্য গ্রহণ, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, কমিটি পুনর্গঠনের কারণ, সভায় অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে কমিটির অনুমতি নেওয়া হয়েছে কিনা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কমিটির প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনা করা হয় না। কমিটির সভায় জনগণ ও গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নেই। অন্যদিকে সংসদের ওয়েবসাইটে কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য থাকে না।

---

[১০] *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ২০৩।

৪. বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনা

যুক্তরাজ্যসহ উন্নত গণতন্ত্রের বিভিন্ন দেশে সংসদীয় কমিটিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাজ্য ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের সমানুপাতিক হারে কমিটিতে সদস্য ও সভাপতি করা হয় এবং মন্ত্রী কমিটির সভাপতি বা সদস্য হন না। উভয় ক্ষেত্রেই আর্থিক কমিটিগুলোর সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ মন্ত্রণালয়ের উত্তর দেওয়ার নির্ধারিত সময়সীমা রয়েছে এবং কমিটির সুপারিশকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। তবে যুক্তরাজ্যে কমিটি সভার আলোচনা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। সাক্ষ্য প্রদান ও তলবের প্রেক্ষিতে হাজির হওয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্দেশ থাকে। সরকারের উচ্চপদে নিয়োগে তদারকি করতে পারে কমিটি। এমনকি বাজেট পর্যালোচনায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের সংসদীয় কমিটির সম্পৃক্ততা থাকে। এছাড়া কমিটির কার্যকরতা বিবেচনার জন্য এবং দুইটি সরকারের অন্তবর্তীকালীন কার্যক্রম তদারকির জন্য পৃথক একটি কমিটি থাকে।

৫. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন ও সংসদে দলীয় প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ থাকলেও সার্বিকভাবে প্রত্যাশিত পর্যায়ে সংসদীয় কমিটিগুলো কার্যকর হচ্ছে না। এক্ষেত্রে আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ কারণ হিসেবে কাজ করছে যেগুলো আবার কমিটির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সার্বিকভাবে দেখা যায়, কমিটির গঠন ও কার্যক্রমে দলীয় প্রভাব রয়েছে। কমিটিতে সদস্যদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান; সদস্য নির্বাচনের সময় বা পরবর্তীতে এ বিষয়ে যথাযথভাবে যাচাই করা হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কমিটিকে ব্যবহার করে।

কমিটির সিদ্ধান্তের একটি বড় অংশ বাস্তবায়িত হয় না, যেহেতু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা নেই, আর কমিটির কার্যক্রমকে অনেক সদস্য বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় না। আরও দেখা যায় কমিটিতে দুর্নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত তুলনামূলকভাবে কম। কমিটির কার্যক্রমে সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তায় ঘাটতি রয়েছে বলে দেখা যায়।

কমিটির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে বলে দেখা যায়। কমিটির কার্যক্রম সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয় এবং কমিটি সম্পর্কিত তথ্যেও জনগণের অভিগম্যতা কম। এছাড়া কমিটির কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা খুবই সীমিত পর্যায়ের। আরও দেখা যায়, কমিটির কার্যক্রমের কোনো মূল্যায়ন কাঠামো নেই। বিভিন্ন কমিটি এবং দুইটি সংসদের মধ্যবর্তী সময়ের কার্যক্রমের সমন্বয়েরও ঘাটতি রয়েছে।

আইন ও আইনের প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ সহ প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করে একনজরে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর না হওয়ার কারণ, ফলাফল ও প্রভাব নিম্নে দেখানো হলো -

চিত্র ১: স্থায়ী কমিটির প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর না হওয়ার পেছনে কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

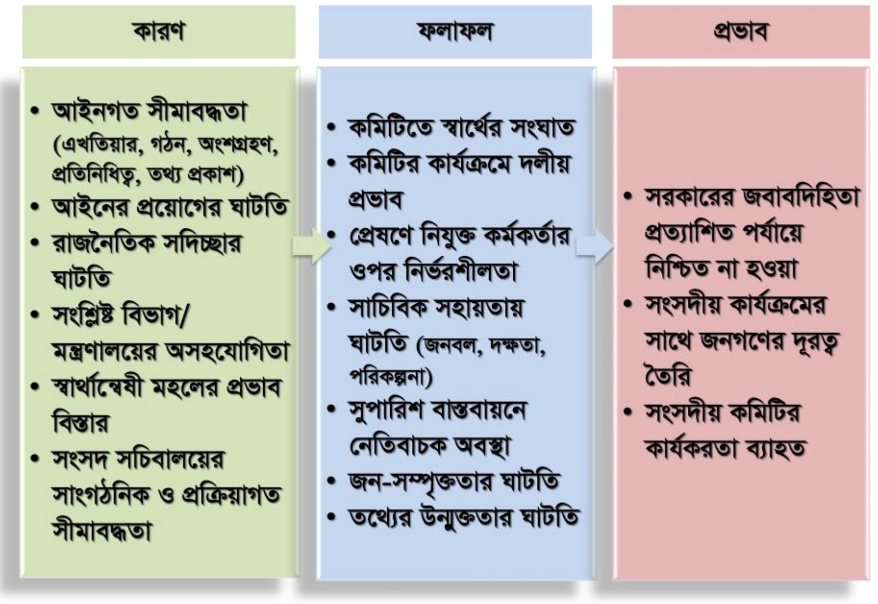

৬. সুপারিশ

১. সংবিধানের ৭৬ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে সাক্ষী হাজিরা, সাক্ষ্য প্রদান এবং দলিলপত্র দেওয়ায় বাধ্য করার ক্ষমতা কমিটিকে দিতে হবে।

২. সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন করে নিম্নলিখিত পরিবর্তন করতে হবে:

(ক) সভাপতি ও সদস্যদের বাণিজ্যিক, আর্থিক সম্পৃক্ততার তথ্য প্রতিবছর হালনাগাদ করে তা জনসম্মুখে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করার বিধান করতে হবে।

(খ) কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত তথ্য পুরোপুরিভাবে যাচাই করার এবং কোনো সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির পর কমিটি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক স্বার্থ সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া গেলে প্রমাণ সাপেক্ষে উক্ত সদস্যকে কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার বিধান করতে হবে।

(গ) বর্তমান বা পূর্বতন কোনো মন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি/ সদস্যপদ না দেওয়ার বিধান করতে হবে।

(ঘ) কমিটিতে সহ-সভাপতির পদ প্রবর্তন করতে হবে।

(ঙ) স্থায়ী কমিটিগুলোর অন্তত ৫০% কমিটিতে বিশেষ করে আর্থিক কমিটিগুলোতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করতে হবে।

(চ) সংসদে নারী সদস্যের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে সভাপতি ও সদস্য নির্বাচন করার বিধান করতে হবে।

(ছ) প্রাক-বাজেট আলোচনার জন্য অর্থবিল অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে।

(জ) গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেমন জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংবেদনশীল বিষয় ছাড়া সাধারণভাবে কমিটির সভা সংসদ টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করতে হবে।

(ঝ) কমিটি সভায় কোনো সদস্যের অনুপস্থিত থাকার ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক করতে হবে।

৩. প্রতিটি কমিটিকে প্রতিমাসের নির্দিষ্ট দিন ও সময় নির্ধারণ করে বার্ষিক ক্যালেন্ডার বছরের শুরুতেই তৈরি ও প্রকাশ করতে হবে।

৪. কমিটির কার্যক্রমের বার্ষিক মূল্যায়ন এবং সকল কমিটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য একটি সংযোগ কমিটি গঠন করতে হবে।

৫. কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ব্যবস্থা সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তিনমাসের মধ্যে লিখিতভাবে কমিটিকে জানানো বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬. কমিটির প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী সভা-পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে এবং পূর্ণাঙ্গ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিবছর সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৭. কমিটির প্রতিবেদন প্রণয়নে সুনির্দিষ্ট নির্দেশকভিত্তিক (উপস্থিতি, কমিটি পুনর্গঠনের কারণ, কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, তলব ও সাক্ষ্য গ্রহণ ইত্যাদি) অভিন্ন ফরমেট ব্যবহার করতে হবে।

৮. কমিটির কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে, এবং এ খাতে (গণশুনানি, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ) পৃথক ও সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ ও কর্ম পরিকল্পনা রাখতে হবে।

৯. সংসদ সচিবালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে উর্ধ্বতন পদসমূহে পদোন্নতির সুযোগ তৈরি করতে হবে এবং প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তার সংখ্যা পর্যায়ক্রমে হ্রাস করতে হবে।

১০. কমিটির আলোচ্যসূচি নির্ধারণে সদস্যদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিটিকে সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তা করার জন্য দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদেরকে অধিক সম্পৃক্ত করতে হবে।

১১. সভার পূর্বে সভাপতি ও সদস্যের প্রস্তুতির জন্য কমিটি শাখার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী সভার আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্তের অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সরবরাহ করতে হবে।

---০---